জমি দখলে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

বোরো: বন দফতরের জমি দখল করে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। অভিযান চালিয়ে জমি উদ্ধার করল বন দফতর। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে শোরগোল পড়ে বোরো থানার দিঘী মৌজায়। সম্প্রতি ওই এলাকায় সরকারি জমি দখলের বিষয়টি নজরে আসতেই থানায় লিখিত অভিযোগ করে বন দফতর। তার পরে এ দিন বন আধিকারিক, বোরো থানার পুলিশ, গ্রামবাসীর একাংশ এবং যৌথ বন ও সুরক্ষা কমিটির সদস্যেরা যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৪ বিঘা জমি দখলমুক্ত করেন। জমিতে পুঁতে রাখা সমস্ত খুঁটি তুলে ফেলে দেওয়া হয়। বসানো হয় বন দফতরের বোর্ড।

সূত্রের খবর, বোরো থানা এলাকার বাসিন্দা ও বিজেপি নেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের মদতে এলাকায় বেশ কয়েক জন বন দফতরের জমি দখল করে বিক্রির চেষ্টা করছিলেন। বন আধিকারিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে এই নেতার বিরুদ্ধে। বন দফতরের দাবি, কিছু দিন আগেও ওই জমিতে খুঁটি পোঁতা হয়। বনকর্মীরা তখনই সেখানে গিয়ে খুঁটি তুলে দেন। তারপরেও দমেনি দখলকারীরা। সম্প্রতি ফের জমিতে খুঁটি পোঁতা হয়েছিল। কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের ডিএফও পূরবী মাহাতো বলেন, “বন দফতরের জমি দখল করার চেষ্টা চলছিল। অভিযান চালিয়ে তা বানচাল করা হয়েছে।”

এ দিকে, বিপ্লবের দাবি, ওই জমি তাঁর পড়শিদের। জমির সমস্ত কাগজপত্রও রয়েছে তাঁদের কাছে। তিনি বলেন, “তাঁরা নিজের জমিতে খুঁটি পুঁতেছিলেন। জোর করে বন দফতর খুঁটি তুলে দেয়। তৃণমূল সরকারের আমলে বন দফতরের জমি বিক্রি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি বলে পরিকল্পনা করে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।”

বন দফতর জানায়, সরকারি জমি দখল করে বিক্রির একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে এলাকায়। এই ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্কুটার বিক্রির নামে প্রতারণা

খাতড়া: ২৬টি ইলেকট্রিক স্কুটার বিক্রির নামে সাত লক্ষাধিক টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে একে একে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি আসানসোল থেকে বিহারের বাসিন্দা পিন্টু কুমার ও উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া থেকে কুমারেশ সাহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কুমারেশকে নিয়ে খাতড়ার ওই ইলেকট্রিক স্কুটারের শোরুমে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। ওই শোরুমের মালিক রমেশ দত্তের অভিযোগ, ওই দুই ব্যক্তি কলকাতায় তাঁকে ডেকে একটি স্কুটার কারখানা ঘুরিয়ে নিজেদের তার মালিক ও ম্যানেজার বলে দাবি করেছিলেন। বিশ্বাস হওয়ায় তিনি ধাপে ধাপে টাকা দেন। কিন্তু তারপরে আর তারা স্কুটারগুলি খাতড়ায় পাঠায়নি। ফোনও বন্ধ করে দেয়। এরপরেই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশের দাবি, একই কৌশলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের শোরুম মালিকদের কাছ থেকে ধৃতেরা কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। পিন্টুর একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার লেনদেনের হদিশ মিলেছে। তার মধ্যে ছয় লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ‘ফ্রিজ’ করা হয়েছে। আরও চারটি অ্যাকাউন্টও ‘ফ্রিজ’ হয়েছে। পিন্টুকে অতীতে সিবিআই এবং দিল্লি পুলিশও গ্রেফতার করেছিল। বর্তমানে পিন্টু কুমার জেল হেফাজতে রয়েছেন। কুমারেশকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এই চক্রে আরও কারা রয়েছে, কত জন শোরুম মালিক প্রতারিত হয়েছেন এবং টাকা কোন কোন অ্যাকাউন্টে গিয়েছে সেই সবই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

■ সোনামুখীর রণডিহা বাঁধে দামোদরের রণমূর্তি। (ডান দিকে) বাঁকুড়ার বাঁকী গ্রামে থাবা চওড়া করছে গন্ধেশ্বরী নদী। *ছবি: শুভ্র মিত্র ও অভিজিৎ সিংহ*

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ, ফের পুরসভায় কর্মবিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিষ্ণুপুর

বকেয়া বেতনের পরে এ বার হঠাৎ করে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু হল বিষ্ণুপুর পুরসভায়। বৃহস্পতিবার সকালে কাজে যোগে দিতে গেলে বহু অস্থায়ী কর্মীকে বাধা দেওয়া হয়। পরে জানা যায়, প্রায় ৭৫ জন কর্মীকে বিনা নোটিসে ছাঁটাই করেছেন পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার দাবি, ওই কর্মীদের বয়স ৬০-এর বেশি, তাই ছাঁটাই করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। এ দিকে, এলাকার বিধায়ক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়ম মেনেই কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যায় কয়েকটি দফতরের ষাটোর্ধ্ব অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাইয়ের কথা জানানো হয়। তবে এই খবর জানতেন না অনেকেই। বৃহস্পতিবার সকালে ওই অস্থায়ী কর্মীরা সকলে মিলে কাজে যোগ দিতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন। তার পরেই শুরু হয় বিক্ষোভ। পুরসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের প্রতিনিধি দিলবার খান বলেন, “ষাটোর্দ্ধ কর্মীদের আচমকা ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। কিন্তু তালিকায় থাকা অনেকের বয়স ৫০-এর নীচে। ছাঁটাই করা হোক, তবে তা নিয়ম মেনে হোক। লুকিয়ে চুরিয়ে কর্তাদের ঘনিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুরসভায় ফের ঢোকানো হচ্ছে কোন নিয়মে? তাঁর দাবি, ছাঁটাইয়ের সরকারি নির্দেশ দেখাতে হবে। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালাবেন তাঁরা।

ছাঁটাইয়ের তালিকায় থাকা অস্থায়ী কর্মী তারাপদ গুঁই বলেন, “ওই ৭৫ জনের মধ্যে ন’নম্বরে আমার নাম রয়েছে। অথচ পুরকর্তাদের ঘনিষ্ঠ ষাটোর্দ্ধ চার-পাঁচ জনকে এখনও রেখে দেওয়া হল। আগাম জানিয়ে ছাঁটাই করা হলে কোনও আপত্তি ছিল না। পুজোর আগে এ ভাবে কাজ গেলে না খেয়ে মরতে হবে।” ষাটোর্ধ্বদের ছাঁটাইয়ের তালিকায় নাম রয়েছে ৩১ বছরের টুম্পা মাদ্রাজীর। তিনি বলেন, “বৃহস্পতিবার সকালে পুরসভায় গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। বলা হচ্ছে, আমার বয়স ৬০-এর বেশি। আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড দেখিয়েও কাজ হয়নি। দুধের শিশুকে নিয়ে এখন কোথায় যাব?”

যদিও এলাকার বিধায়ক শুক্লা চট্টোপাধ্যায় জানান, ষাটোর্ধ্ব ৭৫ জনকেই অবসর নিতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, “শতাধিক কর্মী বাড়িতে বসে বসে বেতন নিচ্ছেন। তাঁদেরও ছাঁটাই করা হবে। পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী ২০০-২৩০ জন কর্মীকে নিয়ে কাজ চলবে। তাহলে আর বেতন নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে না।” বর্তমানে বিষ্ণুপুর পুরসভার কর্মী সংখ্যা ৭০০-র বেশি। বিরোধীরা বরাবর অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল আমলে নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে বহু নিয়োগ হয়েছে। এর জেরেই বেতনের তহবিলে টান পড়েছে বলে দাবি।

তবে কখনও বেতন সমস্যা, কখনও ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে পুরসভা বন্ধ থাকায় নাকাল হচ্ছেন মানুষ। এ দিনও অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতির জেরে পুরসভা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অনেকে নানা কাজে পুরভবনে গিয়ে খালি হাতে ফিরেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার খড়কুশমা থেকে জন্মের শংসাপত্র নিতে এসেছিলেন মোক্তার আলি চৌধুরী। তা না পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, “এ ভাবে পুরসভা হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ পরিষেবা পাবে কী করে?” পুরসভার টালমাটাল অবস্থার স্থায়ী সমাধান করার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

■ বিষ্ণুপুর পুরসভার সামনে অবস্থানে অস্থায়ী কর্মীদের একাংশ। বৃহস্পতিবার। *নিজস্ব চিত্র*

সাইবার প্রতারণায় ধৃত আরও পাঁচ

বান্দোয়ান: দেশ জুড়ে সাইবার প্রতারণা চক্রে জড়িত অভিযোগে আরও পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করল পুরুলিয়া সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। এ পর্যন্ত ঘটনায় মোট ছ’জনকে গ্রেফতার করা হল। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অন্তত ২১৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতারণার কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সম্প্রতি বান্দোয়ানের ধাদকা গ্রামের শ্যামলবরণ সহিসকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনায় বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছে পুরুলিয়া জেলার বাসিন্দা আয়ুষ সিংহ, অঙ্কিত সিংহ, রকি বাউরি এবং ঝাড়খণ্ডের সন্দীপকুমার বাউরি ও সুরজ তিওয়ারিকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অভিযোগের ভিত্তিতে ১৮ অগস্ট তদন্তে নামে পুরুলিয়া সাইবার ক্রাইম থানা। তদন্তে সন্দেহজনক ২১৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুলিশের নজরে আসে। খতিয়ে দেখে জানা যায়, প্রতারণার টাকা ঢোকানোর জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্টগুলি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে অন্তত ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার লেনদেন হয়েছে। শ্যামলকে জেরা করেই বাকিদের খোঁজ মিলেছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে।

প্রাণে মারার চেষ্টা, ধৃত দুই

ঝালদা: প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত শেখ আরিফ ও সেনাউল খানের বাড়ি ঝালদা শহর লাগোয়া হোসেনডি গ্রামে। বুধবার রাতে বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া আদালত ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।ঘটনার সূত্রপাত বুধবার দুপুরে, ঝালদা শহর লাগোয়া কোটশিলার জজলং গ্রাম লাগোয়া একটি জোড়ের কাছে। স্নান করাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। জজলং গ্রামের মেঘনাথ মাহাতো পুলিশে দায়ের করা অভিযোগে দাবি করেছেন, তিনি ও গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব মাহাতো স্নান করছিলেন। আচমকা অভিযুক্তেরা তাঁদের উপরে হামলা চালায়। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় জয়দেবের। মেঘনাথেরও দাবি, গলা টিপে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। হট্টগোল শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্তেরা পালান। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় বাকি দুই অভিযুক্ত পলাতক। তাঁদের খোঁজ করা হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর সম্মান তিন শিক্ষককে

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া: ২০২৬ সালের বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান পাচ্ছেন দু’জেলার তিন শিক্ষক। তাঁদের অন্যতম বড়জোড়ার ঘুটগড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রণজিৎ দে। বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দা রণজিৎ ২০০৬-এ ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে ওই স্কুলে যোগ দেন। নানা উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পড়াশোনাকে আকর্ষক করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তরুণ প্রজন্মের ব্যক্তিত্বের বিকাশে বছরভর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নবম শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের জন্য স্কুলে ‘কেরিয়ার গাইডেন্স’, স্বাস্থ্য সচেতনতা-সহ নানা শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন সোৎসাহে।

পুরুলিয়ার হুড়া থানার পাঞ্জনিয়া জেডিআর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিশিরকুমার দেওঘরিয়াও পাচ্ছেন পুরস্কার। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে স্কুলের নিজস্ব বই প্রকাশ করে সহজ ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পড়ুয়াদের শারীরিক-মানসিক বিকাশের জন্য নজর দিয়েছেন বিজ্ঞান সচেতনতা, খেলাধুলার উন্নয়নে। ওই জেলার আর এক শিক্ষক, দীপককুমার চক্রবর্তীও বিদ্যাসাগর সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন। ২৬ বছর ধরে জেলার নানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে আছেন পুরুলিয়া শহরের শিশু শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এ ছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিষ্ণুপুর হাই স্কুল ‘বিদ্যাসাগর সেরা বিদ্যালয় পুরস্কার’-এর জন্য মনোনীত হয়েছে। ২০২০ সালেও তাঁরা রাজ্য সরকারের সেরা স্কুলের সম্মান পেয়েছিলেন, জানান প্রধান শিক্ষক জীবনানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আদিবাসীদের দাবি

বিষ্ণুপুর: ১২ দফা দাবিতে বিষ্ণুপুর মহকুমাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দিল একাধিক আদিবাসী সংগঠন। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ব্লক থেকে শতাধিক আদিবাসী দফতরের সামনে জড়ো হন। আদিবাসীদের নিয়ে রাজস্থানের বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ মদন রাঠোরের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। ভারত জাকাত মাঝি পারগানার তরফে শ্যাম মান্ডি বলেন, “অবিলম্বে মদন রাঠোরের রাজ্যসভার পদ খারিজ করতে হবে।”

শিক্ষককে ফেরাতে নারাজ গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

মানবাজার

দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শিক্ষক জেল হেফাজত শেষে জামিন পেয়েছেন। কিন্তু সেই শিক্ষককে ফের পুরনো স্কুলেই শিক্ষা দফতর কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়ায় আপত্তি তুলেছেন অভিভাবকেরা। মানবাজার থানার বনমহড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রণব মণ্ডল ফের ওই স্কুলে ফিরলে এলাকায় বিক্ষোভ এবং অশান্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বুধবার মানবাজার ১ চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শককে লিখিত ভাবে জানান অভিভাবকেরা। মানবাজার ১ চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদীপ বেরা বলেন, ‘‘তাঁকে স্কুলে যোগদান করার ব্যাপারে জেলা থেকে নির্দেশ পেয়েছি। ওই শিক্ষককে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।’’

কয়েক বছর আগে প্রণবের বিরুদ্ধে স্কুল ভবন নির্মাণের ২০ লক্ষের বেশি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল। এ নিয়ে মামলার জেরে প্রণব গ্রেফতার হন। তাঁর জেল হেফাজত হয়। দফতর তাঁকে নিলম্বিত করেছিল। বর্তমানে তিনি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। এ দিকে শিক্ষা দফতর তাঁকে ওই স্কুলেই নিয়োগের নির্দেশ দেওয়ায় এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

প্রণবের দাবি, ‘‘জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ আমাকে ফের ওই স্কুলে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু হেনস্থা হওয়ার আশঙ্কায় স্কুলে যোগ দিতে পারছি না।’’

পাল্টা বনমহড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা মধুসূদন বাউরির দাবি, ‘‘যাঁর বিরুদ্ধে স্কুলের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে অভিভাবক ও এলাকাবাসী কেন ওই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে মেনে নেবেন? এলাকাবাসীর আপত্তির কথা লিখিত ভাবে প্রশাসনের সর্বস্তরে জানানো হয়েছে।’’ প্রণবের ঘনিষ্ঠদের দাবি, প্রণবের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি।ফলে তাঁর স্কুলে যোগদানে বাধা কোথায়? পাল্টা গ্রামবাসীর দাবি, প্রণবকে আদালত বেকসুরও ঘোষণা করেনি।

বনমহড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বাউরি বলেন, ‘‘শুনেছি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক প্রণব মণ্ডল যোগ দিতে পারেন। তবে তিনি এখনও স্কুলে আসেননি।’’

তবে ব্লক প্রশাসন এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না। বিডিও (মানবাজার ১) দেবাশিস ধর বলেন, ‘‘তেমন হলে অন্য কোনও স্কুলে ওই শিক্ষককে যোগ দেওয়ানোর যায় কি না, দেখা হচ্ছে।’’

পাতাবাহার

AI-সহায়ক PET-CT: ক্যান্সার নির্ণয় এখন আরও নিখুঁত

ক্যান্সার চিকিৎসায় সঠিক সময়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো PET-CT স্ক্যান। বর্তমানে এর সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) যুক্ত হয়ে প্রযুক্তিটি এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছে।

প্রশ্ন: PET-CT কী?
উত্তর: এটি একটি অত্যাধুনিক ইমেজিং টেস্ট। এর মাধ্যমে শরীরের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং কোষের কার্যকলাপ একইসঙ্গে নিখুঁতভাবে দেখা যায়।

প্রশ্ন: এটি কেন করা হয় ও এর থেকে কী জানা যায়?
উত্তর: শরীরে ক্যান্সারের উপস্থিতি বা চলমান চিকিৎসা কতটা কার্যকর, তা বুঝতে এই স্ক্যান করা হয়। এর মাধ্যমে ক্যান্সারের সঠিক অবস্থান, বিস্তৃতি (স্টেজিং) এবং টিউমারের সক্রিয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: PET-CT কীভাবে করা হয়?
উত্তর: এটি সম্পূর্ণ ব্যথাহীন পদ্ধতি।

পূর্ব ভারতে প্রথম বি. পি. পোদ্দার হসপিটালে

স্ক্যানের আগে রোগীকে বিশেষ ধরনের একটি তরল ওষুধ দেওয়া হয়, যা শরীরের ভেতরের অস্বাভাবিক কোষগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রোগীকে মেশিনে শোয়ানো হয় এবং ক্যান্সার কোষগুলো মেশিনের ছবিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন: প্রচলিত এবং AI-Assisted PET-CT-এর মধ্যে তফাৎ কী?
উত্তর: AI-Assisted PET-CT স্ক্যানের সময় ক্যান্সার কোষের সামান্যতম অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও AI-এর চোখ এড়ায় না। শরীরের কোথায় এবং কতটা গভীরে ক্যান্সার ছড়িয়েছে, তার একদম নিখুঁত ছবি AI-এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে। এর পাশাপাশি, ভবিষ্যতে শরীরের আর কোন অংশে ক্যান্সার ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে, এই স্ক্যানের মাধ্যমে তারও আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

বি. পি. পোদ্দার ক্যান্সার হসপিটাল
নিউ আলিপুর
62922 35652 / 85850 35846

পंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই-অকশন সেল নোটিস

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): পুরুলিয়া
এআরএমবি পুরুলিয়া, রাজা বাঁধ পাড়া, শশধর গাঙ্গুলী রোড, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)– ৭২৩১০১। ই-মেল: cs8301@ pnb.bank.in

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই অকশন সেল নোটিস
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/ চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাক্টিভ/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/ জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/ জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে”** এবং **“যেখানে যেরূপ প্রকার আছে”** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল।

ই-অকশনের তারিখ/সময়: ২৪.০৯.২০২৬, বেলা ১১:০০টা হইতে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ: ২৪.০৯.২০২৬, বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত।
এআরএমবি, পুরুলিয়া, শ্রী মুকেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৮৭৮৯২৩৬৭৭১।
ই-অকশন কালেকশন এ/সি-এর বিবরণ: অ্যাকাউন্টের নাম– আরটিজিএস–ইন্টারব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এ/সি 830100317118A, (আইএফএসসি– PUNB0830100)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

লট নং	ব্রঞ্চের নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টর-এর অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম [সম্পত্তিসমূহের বন্ধকদাতাগণ]	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ, --তারিখমতো (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১।	এমটিপিএস (১৪৯৫২০) মেসার্স মাজি হার্ডওয়্যার ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী পুতুল মাজি স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা: শ্রীমতী পুতুল মাজি, স্বামী – রবি লোচন মাজি গ্যারেন্টর: শ্রী রবি লোচন মাজি, পিতা – ভুতনাথ মাজি সকলের ঠিকানা: – সদানন্দপুর, পোঃঅঃ – চৌসাল, থানা – গঙ্গাজলঘাটি, জেলা – বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭২২১৪২।	‘‘নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত, ২০০০-এর রেজিস্টার্ড দলিল নং – I-১৮৬২, আয়তন – ৩০.০০ ডেসিমেল, মৌজা – বাসুদেবপুর, জে.এল. নং – ১৩, খতিয়ান নং – ৬৭৭/১, দাগ নং – ৫৮৯, থানা – গঙ্গাজলঘাটি, জেলা – বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী পুতুল মাজির নামে।’’ চৌহদ্দি: উত্তরে – কালিপদ মাজির সম্পত্তি, দক্ষিণে – ধনঞ্জয় মাজি, পূর্বে – রবি লোচন মাজির সম্পত্তি, পশ্চিমে – ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ০৩.১১.২০১৬ (খ) টাঃ ৫৬,২৩,০৪৫.৭০/- (৩০.০৯.২০১৬ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ০১.১০.২০১৬ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ। (গ) ১৫.০২.২০১৯ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ১৩.৭৭ লক্ষ (খ) টাঃ ১.৩৮ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ
২।	মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (১৪৯৫২০) প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ঋণগ্রহীতা: শ্রী প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ঠিকানা: গ্রাম – মালিয়াড়া, পোঃ – মালিয়াড়া, থানা – গঙ্গাজলঘাটি, জেলা – বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭২২১৪২। গ্যারেন্টর ও বন্ধকদাতা: শ্রী রবি লোচন মাজি, পিতা শ্রী ভূতনাথ মাজি ঠিকানা: গ্রাম – সদানন্দপুর, পোঃ – চৌশাল, থানা – গঙ্গাজলঘাটি, জেলা – বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭২২১৪২।	“নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত, দলিল নং – ২৬৬২/২০০৯, আয়তন – ০৮.০০ ডেসিমেল, অবল স্থান: মৌজা – বাসুদেবপুর, জে.এল. নং – ১৩, খতিয়ান নং – ৭৬৪ ও ৭৬৫, দাগ নং – ৪৬৭, থানা – গঙ্গাজলঘাটি, জেলা – বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী রবি লোচন মাজি, পিতা শ্রী ভূতনাথ মাজি-এর নামে।” ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ০৩.১১.২০১৬ (খ) টাঃ ২১,০০,৯৯১.৭১/- (৩০.০৯.২০১৬ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ০১.১০.২০১৬ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ। (গ) ২৭.০২.২০২০ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ১০.৯১ লক্ষ (খ) টাঃ ১.০৯ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ

শর্তাবলি
বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-তে নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্ত সাপেক্ষ হইবে:
১। সম্পত্তিসমূহ **“যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”** এবং **“যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে”** ও **“যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে”** বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com**-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত করা হইবে।
৪। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন **https://baanknet.com** এবং **www.pnb.bank.in**
৫। জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: **জ্ঞাত নহে।**

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদার

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস